তারিখ ... 15/2/79 ...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম ... 2 ...

প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিক্রমা

(৩য় পৃঃ পর)

মেরামতের অভাবে ধ্বংসের পথে, '৬৯ সনে বিদ্যালয় দুইটি পাকা করা হইলেও উহাদের জলছাদ ও প্লাষ্টার করা হয় নাই। মেঝেও পাকা করা হয় নাই। দরজা ও জানালায় কপাট দেওয়া হয় নাই। ফলে ইট খসিয়া পড়িতেছে। বিদ্যালয় দুইটিতে বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-শিক্ষকদের অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে।

কুলাউড়া (সিলেট) থানার প্রত্যন্ত এলাকা হাকালুকি হাওরের তীরবর্তী ভুকসিমইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭৫ জন ছাত্র ছাত্রীর জন্য মাত্র ১০টি বেঞ্চ রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুইটিই ভাঙ্গা। দীর্ঘদিন যাবৎ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নেক নজর না পড়ায় বিদ্যালয় গৃহের দরজা-জানালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা মাটিতে বসিয়া গাছের পাতা অথবা ইট বিছাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ পর্যন্ত কোন থানা শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন নাই। তবে একবার জেলা ও আর একবার মহকুমা শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের মধ্যে একজন ২২/৯/৭৭ তারিখ হইতে অজ্ঞাত কারণে অনুপস্থিত রহিয়াছেন।

একযুগ অতিবাহিত হইলেও আজ পর্যন্ত কক্সবাজার থানার ঈদগাঁও বালিকা বিদ্যালয়টি খোলা হইতেছে না। প্রকাশ, '৬৬ সালে স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উক্ত বিদ্যালয়টি মাইজপাড়া প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিকভাবে চালু করা হয়। প্রায় এক বছর চালু থাকার পর অজ্ঞাত কারণে উহা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিদ্যালয়টি চালুর ব্যাপারে কোন মহল হইতেই উদ্যোগ নওয়া হইতেছে না। অথচ কক্সবাজার প্রদর্শনী তহবিল হইতে ও সরকারী পর্যায়ে এই বিদ্যালয়ের নামে প্রতি বছর বেশ কিছু টাকা-পয়সা বরাদ্দ করা হইতেছে। এলাকার জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি '৭৩ সালে মহকুমা প্রশাসকের নিকট হইতে এই বিদ্যালয়ের নামে মোটা অংকের টাকা তুলিয়া নিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐসব টাকা কোথায় কিভাবে আছে তাহার কোন হদিস পাওয়া যাইতেছে না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বিভিন্ন পর্যায়ের বহুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইয়াছে। তন্মধ্যে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। অর্থের অভাবে সরাইল, তালশহর ও খড়মপুর (কল্লাশহীদ) কলেজ চির দিনের মত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যেগুলি এখনও টিকিয়া আছে সেগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকায় বেতন হইতে প্রাপ্ত আয়ের অঙ্ক কমিয়া গিয়াছে। সিরাজগঞ্জ মহকুমার রায়গঞ্জ থানার একমাত্র গার্লস স্কুল সলঙ্গা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি আর্থিক সংকটে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়া পড়িয়াছে। '৭৭-৭৮ অর্থ বর্ষে একটি পাইলট স্কীমের আওতায় এই বিদ্যালয়টিকে গ্রহণ করিয়া ৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর এবং প্রথম পর্যায়ে এক লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের পর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিতে পারেন যে, বাকী টাকা আর দেওয়া হইবে না। প্রকাশ, পাইলট স্কীমের নিয়মানুযায়ী থানা সদরের এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলিকে টাকা বরাদ্দ করার কথা। কিন্তু সলঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়টি থানার সদর হইতে এক মাইলের বেশী দূরে বিধায় উহার স্কীম বাতিল করা হইয়াছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাগণ প্রেরিত।

তারিখ ... 15/2/79 ...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম ... 2 ...

ইত্তেফাক

প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিক্রমা

টুল নাই॥ চেয়ার নাই॥ কয়েকটি স্থানে মাথার উপর ছাদও নাই

নীলফামারী মহকুমার জলঢাকা থানার দোমীবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার-বেঞ্চ না থাকায় এবং মেরামতের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাইতেছে। '৭০ সালের ঝড়ে বিদ্যালয়টির সমূহ ক্ষতি হইলে গত অর্থ বৎসরে উহার জন্য সাড়ে ২২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কর্মকর্তাদের উদাসীনতার দরুন এ পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত হয় নাই। এই থানার খালিশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য গত অর্থ বৎসরে ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২২ হাজার টাকার কাজ হওয়ার পর অজ্ঞাত কারণে কাজ বন্ধ হইয়া যায়। বর্তমানে খোলা জায়গায় বিদ্যালয়ের ক্লাস চলিতেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বেশীর ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় টেবিল, বেঞ্চ, চেয়ার প্রভৃতির অভাব রহিয়াছে। অনেক বিদ্যালয়ে স্থানাভাব থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মেঝেতে বসিয়া ক্লাস করিতে দেখা যায়। কোন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল থানার উচালিয়া পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। দরজা-জানালা কিছুই নাই —ইত্তেফাক

কোন বিদ্যালয়ের বেড়া, দরজা, জানালা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সরাইল থানার উচালিয়া পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি উল্লেখযোগ্য। ইহাতে দরজা জানালা নাই। চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চ না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা মাটিতে বসিয়া ক্লাস করে।

স্বাধীনতার পর হইতে আজ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার বিরল থানার ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার করা হয় নাই। এইগুলিতে দরজা, জানালা ও চালা নাই। চলনবিল এলাকার তাড়াশ থানার আড়ংগাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লালুয়া মাঝিরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাটিয়া মালিপাড়া ও মাঝদক্ষিণা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিনের ছাদ দীর্ঘদিন পূর্বে ঝড়ে উড়াইয়া নিয়াছে। এই পর্যন্ত মেরামত না করায় রৌদ্র-বৃষ্টিতে ছাত্র ছাত্রীদেরকে ক্লাস করিতে হইতেছে। বেলকুচি থানার সোহাগপুর নূতন পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটি যমুনার ভাঙ্গনের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও স্থানান্তর করা হইতেছে না।

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) থানার ঘাগরাখিল-মোগল গ্রামের হাকিম-উদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়টি '৭০ সালে প্রতিষ্ঠার পর '৭৫ সালে সরকারী অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু ইহার পর বিদ্যালয়টির আর কোন সংস্কার করা হয় নাই। ফলে বিদ্যালয়ের বাঁশের বেড়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। দরজা-জানালা নাই। বেঞ্চ ও চেয়ার টেবিল নাই বলিলেই চলে। সামান্য বৃষ্টি হইলে ঘরের ভিতর পানি পড়ে। বিদ্যালয় গৃহটি যে কোন সময় পড়িয়া যাইতে পারে।

গত কয়েক মাস যাবৎ দক্ষিণ জাফরাবাদ (দোহাজারী) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪ শতাধিক ছাত্র ছাত্রী গৃহের অভাবে লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। প্রকাশ, '৭৬ সালের প্রবল বন্যা ও শংখ নদীর করাল গ্রাসে বিদ্যালয় গৃহটি সম্পূর্ণভাবে বিলীন হইয়া যায়। তখন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান নিজ প্রচেষ্টায় অন্য একটি স্থানে অস্থায়ীভাবে বিদ্যালয় গৃহটি নির্মাণ করিয়া দেন। গত ২০শে সেপ্টেম্বরের এক ঘূর্ণিঝড়ে উহাও সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এর পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট বহু আবেদন জানাইয়াও কোন ফল লাভ হয় নাই।

বরগুনা মহকুমার আমতলী থানার আলীর বন্দর ও কড়ইবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় দুইটি (৫ম পৃঃ দ্রঃ)

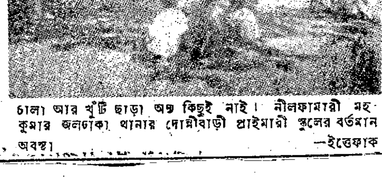

চালা আর খুঁটি ছাড়া অন্য কিছুই নাই। নীলফামারী মহকুমার জলঢাকা থানার দোমীবাড়ী প্রাইমারী স্কুলের বর্তমান অবস্থা —ইত্তেফাক